রাজধানীর পানি সঙ্কট

দৈনিক চাহিদা ২১০ কোটি লিটার ওয়াসার উৎপাদন ১৫০ কোটি লিটার

রাজু আহমেদ

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজধানী ঢাকায় দ্রুতগতিতে বাড়ছে খাবার পানির চাহিদা। কিন্তু এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে উৎপাদন বাড়াতে ব্যর্থ হচ্ছে পানি সরবরাহে নিয়োজিত সরকারি সংস্থা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ওয়াসা)। রাজধানীতে পানি সমস্যা এখন নিত্যনৈমত্তিক ব্যাপার হয়ে উঠেছে। সাধারণত গ্রীষ্মে এ সঙ্কট ভয়াবহ রূপ ধারণ করলেও বর্ধিত চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে উৎপাদন না বাড়ায় সারা বছরই কম-বেশি রাজধানীর মানুষকে ঘিরে থাকে পানি সঙ্কট। দিনের পর দিন সরবরাহ বন্ধ থাকা, দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পানির আসা-যাওয়া এবং সরবরাহে ধীরগতি যেন ঢাকার মানুষের জন্য এক নিয়মিত দুর্ভোগের নাম। এর সঙ্গে সাম্প্রতিক সময়ে যুক্ত হয়েছে নোংরা ও দুর্গন্ধযুক্ত দূষিত পানি। প্রয়োজনীয় সংস্কারের অভাবে জীর্ণ হয়ে পড়েছে ওয়াসার সরবরাহ ব্যবস্থা। মাটির অভ্যন্তরে পাইপ ফেটে ঢুকে পড়ছে নোংরা বস্তু। বর্ষায় প্রবল বৃষ্টিতে এ সমস্যা তীব্র হয়ে ওঠে। বিশেষ করে রাজধানীর তুলনামূলক নিচু এলাকার মানুষের জন্য ব্যবহার অযোগ্য পানির বিড়ম্বনা এখন নতুন কোনো ঘটনা নয়।

বর্ধিত চাহিদা মেটাতে নলকূপের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের মাত্রা বাড়ছে। এ কারণে ক্রমশ নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে পানির স্তর। একদিকে পানি সঙ্কট অন্যদিকে পানির স্তর নেমে যাওয়া– দ্বিমুখী এ সমস্যার কারণে মারাত্মক বিপর্যয়ের মুখে রাজধানী ঢাকা।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে পাঠানো ঢাকা ওয়াসার এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, চলতি বছর রাজধানীতে পানি সঙ্কট তীব্র রূপ ধারণ করেছে। কয়েকটি নলকূপ বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং বাকিগুলোর উৎপাদন কমে যাওয়ায় এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

Pwn`v I Drcv`‡b e¨eavb wewfbœ

ঢাকা ওয়াসা সূত্রে জানা গেছে, সংস্থার আওতাধীন রাজধানী ও এর আশপাশের এলাকায় বর্তমানে পানি ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১ কোটি ৩০ লাখ। বিশাল এ জনগোষ্ঠীর দৈনিক পানির চাহিদা ২১০ কোটি লিটার। এর বিপরীতে ওয়াসার উৎপাদন সর্বোচ্চ ১৫০ কোটি লিটার। এর মধ্যে ভূগর্ভস্থ নলকূপের মাধ্যমে ১২৫ কোটি লিটার এবং ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের ৪টি পানি শোধনাগার থেকে ২৫ কোটি লিটার পানি উৎপাদিত হয়। চাহিদার বিপরীতে ওয়াসার বর্তমান উৎপাদন ঘাটতি ৬০ কোটি লিটার। অন্যদিকে ওয়াসার প্রকৌশলীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, উৎপাদিত পানির প্রায় ৩৫ শতাংশই সিস্টেম লসে চলে যায়। ফলে গ্রাহকদের চাহিদার বিপরীতে ওয়াসা ১০০ কোটি লিটারের কিছু বেশি পরিমাণ পানি সরবরাহ করতে পারে।

এদিকে রাজধানীতে পানি ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রতিবছর প্রায় ৫ শতাংশ হারে বাড়ছে। এ কারণে বছরে পানির চাহিদা বাড়ছে ১০ কোটি লিটার। বর্ধিত এ চাহিদার বিপরীতে পানির উৎপাদন বাড়াতে পারছে না ওয়াসা। বরং ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়া ও নদী দূষণের কারণে বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতাও ধরে রাখতে ওয়াসা হিমশিম খাচ্ছে।

বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১০ সালে ঢাকায় পানির দৈনিক চাহিদা হবে ২৭০ কোটি লিটার। ২০১৫ সালে এই চাহিদা ৩৪০ কোটি লিটার এবং ২০২০ সালে ৪১০ কোটি লিটারে গিয়ে দাঁড়াবে। তবে সে অনুযায়ী উৎপাদন বাড়ানোর তেমন দীর্ঘমেয়াদি কোনো পরিকল্পনা ওয়াসার নেই বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

নিচে নেমে যাচ্ছে পানির স্তর

রাজধানীতে পানি উৎপাদনের মূল উৎস ভূগর্ভ। ওয়াসার উৎপাদিত মোট পানির প্রায় ৮৫ শতাংশ উত্তোলন করা হয় মাটির নিচ থেকে। এর বাইরে ব্যক্তিগত উদ্যোগে বসানো হয়েছে অসংখ্য নলকূপ। সব মিলিয়ে প্রতিদিন প্রায় ২০০ কোটি লিটার পানি

উত্তোলনের ফলে ক্রমশ নিচে নেমে যাচ্ছে রাজধানীর পানির স্তর। ওয়সার হিসাবে ঢাকার ভূগর্ভস্থ পানির স্তর প্রতি বছর ৫ থেকে ১০ ফুট পর্যন্ত নিচে নামছে। ফলে একদিকে পানি উত্তোলনে দেখা দিচ্ছে সমস্যা, অন্যদিকে ভয়াবহ বিপর্যয়ের দিকে ধাবিত হচ্ছে রাজধানী। পানির স্তর নেমে যাওয়ার ফলে বাড়ছে ভূমিধসের আশঙ্কা।

ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় প্রতি বছর ওয়াসার ৩০-৪০টি নলকূপের উৎপাদন কমতে কমতে এক পর্যায়ে উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে তীব্র হয়ে ওঠে এ সঙ্কট। এ বছর ওসমানী উদ্যানের গভীর নলকূপটি বন্ধ হয়ে গেছে। একই কারণে গুলবাগ, সিদ্ধেশ্বরী, রাজারবাগ-২ ও লিচুবাগানের নলকূপগুলোও প্রায় বন্ধের পথে। সার্কিট হাউজ এলাকার গভীর নলকূপটির উৎপাদন এক কিউসেকের নিচে নেমে গেছে। মোহাম্মদপুরের ৬টি নলকূপের উৎপাদন মারাত্মকভাবে কমে গেছে। তেজগাঁও, গ্রীন রোড, কাঁঠাল বাগান, সেন্ট্রাল রোড, এলিফ্যান্ট রোড এলাকার সব নলকূপের উৎপাদনও কমে গেছে।

স্তর নিচে যাওয়ার ফলে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের জন্য ওয়াসা কর্তৃপক্ষ এক হাজার ফুট নিচে গভীর নলকূপ বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অন্যদিকে ভূগর্ভস্থ পানির উৎপাদন বিপজ্জনকভাবে কমে যাওয়ায় ওয়াসা'র বিশেষজ্ঞরা নদীর পানি শোধনের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দিচ্ছেন। ভবিষ্যতে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন না করার বিষয়েও সরকার নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু নদীর পানি ব্যবহারেও দেখা দিচ্ছে নানা সঙ্কট। বুড়িগঙ্গা ও শীতলক্ষ্যা নদীর পানি দূষিত হয়ে পড়ায় সায়েদাবাদ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টের বর্তমান উৎপাদনও মারাত্মক হুমকির মুখে রয়েছে। বছরের প্রায় চার মাস বুড়িগঙ্গা ও শীতলক্ষ্যা নদীর পানি এতই দূষিত থাকে যে শোধনাগারের মাধ্যমে পানি শোধন করে সরবরাহ করা কঠিন হয়ে পড়ে। শিল্পবর্জ্য, পয়ঃবর্জ্য, গৃহস্থালি বর্জ্য, যান্ত্রিক নৌযান থেকে নিক্ষিপ্ত তেল ও তৈলাক্ত পদার্থ মিশে নদীর পানি মারাত্মক দূষিত হয়ে পড়ছে।

A_ m¼‡U AvU‡K hvচ্ছে bZb cKí

পানি সমস্যা সমাধানে ইতিমধ্যেই অনেকগুলো প্রকল্প হাতে নিয়েছে ওয়াসা। কিন্তু আর্থিক সঙ্কটের কারণে বেশিদূর এগুতে পারছে না সংস্থাটি। এ কারণে তীব্র প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও নতুন কোনো পানি শোধনাগার প্রকল্প গ্রহণ করা যাচ্ছে না। সায়েদাবাদ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের প্রকল্পও আটকে আছে দীর্ঘদিন ধরে। তবে ওয়াসা সূত্রে জানা গেছে, রাজধানীর পানি সঙ্কট মেটাতে কয়েকটি নতুন প্রকল্পে অর্থায়নের প্রক্রিয়া চলছে। দাতাদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ পাওয়া গেলে শিগগিরই সায়েদাবাদ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রকল্প এবং রাজাবাজার দ্বিতীয় প্রকল্পের কাজ শুরু হবে। রাজধানীর পানি সমস্যা সমাধানে অর্থায়নের জন্য বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলছে। এ বিষয়ে বিশ্বব্যাংক একটি সমীক্ষা পরিচালনা করছে। এ কার্যক্রম শেষ হলে কয়েকটি প্রকল্পে বিশ্বব্যাংকের সহায়তা পাওয়া যেতে পারে।

এদিকে পানি সমস্যা সমাধানে প্রকল্প সহায়তা নিয়ে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) একটি প্রতিনিধিদল ওয়াসা কর্মকর্তাদের সঙ্গে কয়েক দফা বৈঠক করেছে। এ বৈঠকে ওয়াসার পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সংস্কার এবং পরীক্ষামূলক কয়েকটি প্রকল্পে অর্থায়নে আগ্রহ দেখিয়েছে এডিবি। তবে একই সঙ্গে এডিবি প্রতিনিধিরা ওয়াসার সিস্টেম লস কমানোর শর্ত জুড়ে দিয়েছে বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, এডিবির পরামর্শ অনুযায়ী ওয়াসা কর্তৃপক্ষ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার ওপর চাপ বাড়িয়ে সিস্টেম লস কমানোর চিন্তা করছে। তবে সংস্থার বিশেষজ্ঞরা এর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওয়াসার একাধিক প্রকৌশলী এ প্রতিবেদককে বলেন, বর্তমানে সরবরাহ ব্যবস্থার যে মান তাতে চাপ বাড়িয়ে সিস্টেম লস কমানো যাবে না। পানির চাপ বাড়ানো হলে সরবরাহ লাইনে লিকেজ সৃষ্টি হয়ে পানি বের হওয়ার আশঙ্কা কয়েক গুণ বেড়ে যাবে। তারা মনে করেন, ওয়াসার সিস্টেম লস কমাতে হলে সরবরাহ ব্যবস্থার আধুনিকায়নের বিকল্প নেই। একই সঙ্গে তারা মিটারিং ব্যবস্থারও উন্নয়ন চেয়েছেন।

জানা গেছে, ঢাকার পানি সরবরাহ পরিস্থিতির দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নে ওয়াসার প্রস্তাবিত একাধিক প্রকল্প সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে সায়েদাবাদ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টের নতুন দু'টি ইউনিট ও পাগলায় আরো একটি পানি শোধনাগার নির্মাণ। ওয়াসা কর্মকর্তারা মনে করেন, এসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে। তবে এসব প্রকল্প কবে নাগাদ অনুমোদিত হয়ে বাস্তবায়নের পর্যায়ে যেতে পারে সে সম্পর্কে কেউ কিছু বলতে পারেননি। অবশ্য ইতিমধ্যে ওয়াসার সরবরাহ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং পুনর্বাসনের জন্য সরকার 'পানি সরবরাহ পরিস্থিতি উন্নয়ন ও পুনর্বাসন প্রকল্প' (সংশোধিত) নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। ২৮৪ কোটি ৫০ লাখ টাকা ব্যয়সাপেক্ষ এ প্রকল্প ইতিমধ্যে একনেকের অনুমোদন লাভ করেছে। কিন্তু এসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হলেই রাজধানীর পানি সমস্যার সমাধান হবে না বলে অনেকে মনে করেন। তাদের মতে, প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হতে যে সময় লাগবে তার মধ্যে পানির চাহিদা আরো বাড়বে। একই সঙ্গে ভূগর্ভস্থ পানির উৎপাদনও কমবে। ফলে সামগ্রিকভাবে সঙ্কট থেকেই যাবে।

ব্যাক্তিগত বিজ্ঞাপন

রূপু- ভালোবাসাতেই কষ্ট, ভালোবাসলেই কষ্ট। তবে এভাবে চলতে থাকলে মানুষ এক সময় হয়তো প্রেম-মায়া-মমতাহীন, অনুভূতিশূন্য যান্ত্রিক রোবট মানুষ হয়ে উঠবে। তখন সঙ্গী শুধু পিসি বা কম্পিউটার। -মাহবুব/জার্মানি

***

রূপু- ভাবতে পারো, তোমার সম্পর্কে এখনো আমি সব খবরাখবর কীভাবে জানি? কারণ ট্যালিপ্যাথি ছাড়াও দেশে থাকা আমার শুভাকাঙ্ক্ষীর দল বিশ্বের যেকোনো গোয়েন্দা সংস্থার চেয়েও বেশি শক্তিশালী They still loves me. - মাহবুব/জার্মানি

***

রূপু- অনেক চেষ্টা করেছো, আমার আড়ালে থাকতে পেরেছো কি? বারবার প্রতিবার আমি তোমাকে ঠিকই খুঁজে নেব, আমার কায়াহীন ছায়া তোমাকে চোখে চোখে রাখবে আরো অনেক অনেক দিন। Just remember you're not out of my sight, I will follow you every steps of your life until my death. মাহবুব/জার্মানি

***

রূপু- আহ! রূপবান আমার! কতোকাল আমি তোমার আলিঙ্গন থেকে বিরত। আমার ঠোঁট দুটোও আচুম্বিত রয়ে গেল তোমার জন্য। হ্যাঁ রূপু, আজ স্বীকার করি তুমিই আমার প্রথম চুম্বন, প্রথম চুম্বিত নারী। আমার প্রথম ভালোবাসার নারী। - মাহবুব/জার্মানি

***

রূপু- ৭ই অক্টোবর কেন আসে প্রতি বছর? এই অক্টোবর এলেই পৃথিবীর সব সমুদ্রের পাড়ভাঙা ঢেউ আছড়ে পড়ে আমার বুকে। - মাহবুব

***

রূপবান- আমার মতে মৃতরাই সুখী, সবকিছুর ঊর্ধ্বে তাদের অবস্থান। যেমনটি এই আমি বেঁচে আছি ঠিকই তবে জীবন্মৃত। - মাহবুব/জার্মানি'